বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

ক্রেডিট বিভাগ

ই-মেইল dgmsme@krishibank.org.bd

ফোনঃ ৯৫৫০৪০৩

মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
আর্থিক খাতের অগ্রগতি

সার্কুলার লেটার নং-বিকেবি-প্রকা/ক্রেঃবিঃ-শাখা-৪(এসএমই)-৭(১)/২০২০-২০২১/ ১৭৬৯(১২৪০) তারিখঃ ২০/০১/২০২১

মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় কার্যালয়/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়

উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা

সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক

সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এর মাধ্যমে)

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ ঃ **কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে (সিএমএসএমই) অর্থায়ন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার প্রসঙ্গে।**

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামোক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২, তারিখঃ ০৫/০৯/২০১৯ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে, যা ক্রেডিট বিভাগ-২ এর পত্রসূত্র নং-৩০৮(১২৫০), তারিখঃ ২৫/০৯/২০১৯ মূলে অত্র ব্যাংকের মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে।

০২। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমান সরকার কর্তৃক এসএমই খাতের উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসাবে গ্রহন করে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক ব্যবসায়িক খাতের মধ্যে কৃষির পরই এসএমই খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ন খাত হিসাবে চিহ্নিত করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সিএমএসএমই অর্থায়ন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলারে উল্লেখিত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগের সংজ্ঞা, উদ্যোগের ধরণ নির্ণয়ের মানদন্ড, খাতভিত্তিক সর্বোচ্চ ঋণসীমা ও ঋণের বিভাজন সংক্রান্ত বিষয়াদি যথাযথভাবে অনুসরনপূর্বক চলমান কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে মাস্টার সার্কুলারের কতিপয় বিষয়াবলী নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

ক) সংজ্ঞাঃ

১. উৎপাদনশীল শিল্প ঃ পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের পুনঃসামঞ্জস্যকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সকল প্রকার কর্মকান্ডই উৎপাদনশীল (ম্যানুফ্যাকচারিং) শিল্প হিসেবে বিবেচিত হবে।

২. সেবা শিল্প ঃ যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধাসম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যে সকল সহায়ক উপযোগ সৃষ্টিকারী কর্ম সম্পাদিত হয় সেগুলি সেবা (সার্ভিস) শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. ব্যবসা উদ্যোগ ঃ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়েরর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন সংক্রান্ত সকল কর্মকান্ড ব্যবসা (ট্রেডিং) উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪. নারী উদ্যোগ/উদ্যোক্তা ঃ যদি কোন নারী ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রোপাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী বা প্রোপাইটর হন কিংবা 'অংশীদারী প্রতিষ্ঠান' বা 'রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস' এ নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানীর পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে অন্যূন ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক হন তাহলে তিনি বা তাঁরা নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন এবং ঐ উদ্যোগটি নারী উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫. নতুন উদ্যোক্তা ঃ যারা পূর্বে ব্যবসায়িক কাজে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কোন অর্থায়ন/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করেননি, তারাই কেবলমাত্র নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন। এক্ষেত্রে, ঋণ আবেদন গ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সিআইবি রিপোর্ট দেখে বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে।

চলমান পাতা-০২

খ) কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (সিএমএসএমই)ঃ

১. জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ প্রদত্ত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংজ্ঞার আলোকে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা হ'ল ঃ

শিল্প উদ্যোগের ধরন	উপখাত	শিল্প উদ্যোগের ধরন নির্ণয়ের মানদন্ড	
		জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট স্থায়ী সম্পদের মূল্য	শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত/কর্মরত জনবলের সংখ্যা
কুটির শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	১০ লক্ষ টাকার নিচে	পারিবারিক সদস্যসহ অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে তবে ১৫ জনের অধিক নয়
মাইক্রো শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকার নিচে	১৬ থেকে ৩০ জন বা তার চেয়ে কম
	সেবা শিল্প	১০ লক্ষ টাকার নিচে	সর্বোচ্চ ১৫ জন
ক্ষুদ্র শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকার নীচে	৩১ থেকে ১২০ জন
	সেবা শিল্প	১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকার নিচে	১৬ থেকে ৫০ জন
মাঝারি শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	১৫ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫০ কোটি টাকার বেশি নয়	১২১ থেকে ৩০০ জন; তবে তৈরি পোশাক শিল্প/শ্রমঘন শিল্প এর জন্য সর্বোচ্চ ১০০০ জন।
	সেবা শিল্প	২ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা	৫১ থেকে ১২০ জন

২. মাইক্রো ও ক্ষুদ্র ব্যবসা উদ্যোগে প্রদত্ত ঋণ ব্যতীত অন্যান্য ব্যবসা উদ্যোগে প্রদত্ত ঋণকে সিএমএসএমই ঋণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না। মাইক্রো ও ক্ষুদ্র ব্যবসা উদ্যোগকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা হল ঃ

ব্যবসা উদ্যোগের ধরন	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ধরন নির্ণয়ের মানদন্ড		
	জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ প্রতিষ্ঠানের মোট স্থায়ী সম্পদের মূল্য	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত/ কর্মরত জনবলের সংখ্যা	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের টার্নওভার/ বার্ষিক লেনদেন এর পরিমাণ
মাইক্রো	১০ লক্ষ টাকার নিচে	সর্বোচ্চ ১৫ জন	সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা
ক্ষুদ্র	১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা	১৬ থেকে ৫০ জন	২ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২০ কোটি টাকার বেশি নয়

- কোন একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি উদ্যোগ নিম্নতর ধাপের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য একটি মানদন্ডে সেটি উচ্চতর ধাপের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট উদ্যোগটি উচ্চতর ধাপের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

৩. কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (সিএমএসএমই) এর অনুকূলে প্রদেয় খাতভিত্তিক সর্বোচ্চ ঋণসীমাঃ

ঋণসীমা	কুটির উদ্যোগ	মাইক্রো উদ্যোগ			ক্ষুদ্র উদ্যোগ			মাঝারি উদ্যোগ	
	উৎপাদনশীল শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	সেবা শিল্প	ব্যবসা উদ্যোগ	উৎপাদনশীল শিল্প	সেবা শিল্প	ব্যবসা উদ্যোগ	উৎপাদনশীল শিল্প	সেবা শিল্প
*সর্বোচ্চ ঋণসীমা	১৫ লক্ষ টাকা	১ কোটি টাকা	২৫ লক্ষ টাকা	৫০ লক্ষ টাকা	২০ কোটি টাকা	৫ কোটি টাকা	৫ কোটি টাকা	৭৫ কোটি টাকা	৫০ কোটি টাকা

- একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি সিএমএসএমই উদ্যোগের অনুকূলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাত থেকে সামগ্রিকভাবে প্রদত্ত ফান্ডেড ঋণ সুবিধার মোট পরিমাণ কোনক্রমেই ঋণের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। ঋণ আবেদন গ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সিআইবি রিপোর্ট দেখে বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

গ) কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এর অনুকূলে প্রদেয় খাতভিত্তিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ও তার বিভাজন

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির মধ্যে সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ প্রতিবছর কমপক্ষে ১% বৃদ্ধিসহ আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে অন্যূন ২৫% এ উন্নীত করতে হবে। ২০২৪ সাল অন্তে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার নির্ধারিত হার হবে নিম্নরূপঃ

চলমান পাতা-০৩

বিষয়াবলী	২০২৪ সাল অন্তে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার হার
সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি	নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ২৫%
কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমান	সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ৫০%
নারী উদ্যোগে নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ	সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ১৫%
সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির খাতভিত্তিক বিভাজন	উৎপাদনশীল শিল্পে অন্যূন ৪০%, সেবা শিল্প অন্যূন ২৫% এবং ব্যবসা খাতে সর্বোচ্চ ৩৫%

০৩। সিএমএসএমই খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবেঃ

ক) জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট স্থায়ী সম্পদের মূল্য এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত/কর্মরত জনবলের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানটি এসএমই এর আওতাভূক্ত কিনা চিহ্নিত করতে হবে এবং ঋণ আবেদন ফরমে এ সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে ;

খ) প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানটিকে উৎপাদনশীল শিল্প, সেবা শিল্প ও ব্যবসা উপখাতে চিহ্নিত করতে হবে। উৎপাদনশীল শিল্প ও সেবা শিল্পে বিতরিত ঋণ কোনক্রমেই ব্যবসা উপখাতে প্রদর্শন করা যাবে না ;

গ) মাইক্রো ও ক্ষুদ্র ব্যবসা উদ্যোগে প্রদত্ত ঋণ ব্যতীত অন্যান্য ব্যবসা উদ্যোগে প্রদত্ত ঋণকে সিএমএসএমই ঋণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না ;

ঘ) কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (সিএমএসএমই) এর অনুকূলে প্রদেয় খাতভিত্তিক সর্বোচ্চ ঋণসীমা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে ;

ঙ) সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির খাতভিত্তিক বিভাজন হবে উৎপাদনশীল শিল্পে অন্যূন ৪০%, সেবা শিল্প অন্যূন ২৫% এবং ব্যবসা খাতে সর্বোচ্চ ৩৫%। অর্থ্যাৎ ব্যবসা খাতে মোট লক্ষ্যমাত্রার ৩৫% এর অধিক অর্থায়ন করা হলে তা এসএমই খাতে প্রদর্শন করা যাবে না ;

চ) ২০২৪ সালে সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি হতে হবে ব্যাংকের মোট নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ২৫%। সে লক্ষ্যে ৩০/১২/২০২১ তারিখে সিএমএসএমই ঋণ স্থিতি হতে হবে ৩০/১২/২০২০ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের মোট নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ২২% এবং প্রতিবছর তা ১% করে বৃদ্ধি করতে হবে।

০৪। এমতাবস্থায়, সিএমএসএমই অর্থায়ন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলারে (এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২, তারিখঃ ০৫/০৯/২০১৯) বর্ণিত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগের সংজ্ঞা, উদ্যোগের ধরণ নির্ণয়ের মানদন্ড, খাতভিত্তিক সর্বোচ্চ ঋণসীমা ও ঋণের বিভাজন সংক্রান্ত বিষয়াদি যথাযথভাবে অনুসরনপূর্বক সিএমএসএমই খাতে অর্থায়ন করতে হবে। এছাড়াও ম্যানুফেকচারিং, সার্ভিস ও ব্যবসা (ট্রেডিং) উপখাতের জন্য প্রদত্ত/প্রদেয় সামগ্রিক ঋণের নির্ধারিত অনুপাত অনুসরনপূর্বক ঋণ বিতরণ এবং যথাযথভাবে রিপোর্টিং করতে হবে। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং অঞ্চল প্রধানগণ উক্ত ঋণ বিতরণ ও রিপোর্টিং কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিংসহ প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

২০/০১/২১

(মোঃ আজিজুল বারী)
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ

নং-বিকেবি-প্রকা/ক্রেঃবিঃ-শাখা-৪(এসএমই)-৭(১)/২০২০-২০২১/ ১৭৩৯(১২৫০) তারিখঃ ২০/০১/২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২, ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৯। নথি/মহানথি।

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক